আলমডাঙ্গার ২ ইউপি নির্বাচনে নৌকার ভরাডুবি

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ও আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে দুজন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার এই দুটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

রাতে আলমডাঙ্গা রিটানিং কর্মকর্তা ও নির্বাচন কর্মকর্তা এমএজি মোস্তফা ফেরদৌস নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন।

চেয়ারম্যান পদে আইলহাঁস ইউনিয়নে মো. মিনহাজ উদ্দীন ৪ হাজার ৬০৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের প্রার্থী জাহিদুল ইসলাম বাদল পেয়েছেন ৪ হাজার ১৫০ ভোট।

নাগদাহ ইউনিয়নে এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল ৪ হাজার ৮০ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামীলীগের নৌকার প্রার্থী মো. হায়াত আলি পেয়েছেন ২ হাজার ৫২৭ ভোট।

আমদাহ ইউপি নির্বাচনে স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামের সংবাদ সম্মেলন

আগামী ১৬ই মার্চ-২০২৩ আমদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলেক্ষ্য আনারস প্রতীকের সতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী আনারুল ইসলামের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

সোমবার বিকেলে জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সতন্ত্র প্রার্থী আনারুল ইসলাম লিখিত বক্তব্যে

বলেন, আমি নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছি। বিগতদিনের চেয়ারম্যান হিসেবে নই, একজন সেকব হিসেবে যেভাবে জনগনের পাশে থেকেছি তারই ধারাবাহিকতায় আমার পক্ষে যে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং জনজোটের সৃষ্টি হয়েছে সেটা নস্যাৎ করার জন্য পরিকল্পিতভাবে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ সৃষ্টি করে শান্ত পরিবেশ অশান্ত করার পায়তারা করছে নৌকার প্রার্থীর নেতা কর্মীরা। তারই প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন ।

আপনারা জানেন আগামী ১৬ই মার্চ-২০২৩ আমদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমি মোঃ আনারুল ইসলাম, আনারস মার্কা প্রতীক নির্বাচনে অংশগ্রগ্রহণ করছি। বিগতদিনে চেয়ারম্যান হিসেবে নই, একজন সেকব হিসেবে যেভাবে জনগনের পাশে থেকেছি উন্নয়নের চাকা সচল রেখেছিলাম তারই ধারাবাহিকতায় আমার পক্ষে যে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং জনজোটের সৃষ্টি সেই কারনে আমি জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী । জনগণের বিচারেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে তাই জনগণের রায়কে মেনে নিয়ে ইউনিয়নবাসীর সার্বিক কল্যাণে এগিয়ে যাওয়ায় আমার একমাত্র লক্ষ্য।

আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে, আমার কর্মীদের হুমকি প্রদর্শনসহ, গোপন সূত্রে জানতে পারলাম আমার বিপক্ষ প্রার্থী এবং তার কর্মীগণ তাদেরই নিজ অফিস ভাংচুর এবং অগ্নিসংযোগের মতো অপ্রিতীকর ঘটনা ঘটাতে পারে। কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে আমার কর্মীকে আইনি হায়রানি করার জঘন্য পরিকল্পনা করেছে। বিষয়টি আর্চ করতে পেরে, প্রথমেই আমি আপনাদের সহযোগিতা চাচ্ছি। কারণ আপনাদের লেখনি জনমানুষের বিবেককে জাগ্রত করে, আপনাদের তৎপরতাই যেকোন অপ্রিতীকর ঘটনা পরিকল্পনা নস্যাৎ এড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই ।

এসময় মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক মন্টু, জেলা প্রেসক্লাবের দপ্তর সম্পাদক মাসুদ রানা, সাংবাদিক বেন আমীন মুক্ত, রামিজ সহ সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন ।

আমদহ ইউপি নির্বাচনে নৌকার প্রচারণায় কেন্দ্রীয় নেত্রী

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রওশন আলী টোকনের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে আমদাহ ইউনিয়নের আশরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাড: শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে পথ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য পারভীন জামান কল্পনা।

ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কাজী সহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, আব্দুল মান্নান ছোট, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট খন্দকার আব্দুল মতিন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম, সদর উপজেলা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্নু, সাধারণ সম্পাদক ও বারাদি ইউপি চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম মোমিন, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট খ ম হারুন ইমতিয়াজ বিন জুয়েল , জেলামহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলী ইয়াসমিন ,কেন্দ্রীয় মহিলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি শামীমা আরা হীরা।

এছড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনজীবী সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট আব্দুল আল মামুন রাসেল, জেলা তাঁতীলীগের আহবায়ক নুর ইসলাম সুবাদ, ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি বাইজিদ আহমেদ সুইট, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান হিরা, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের জুলকারনাইন বায়েজিদ, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সম্পাদক তানভীর আহমেদ, কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন প্রমূখ।

আলমডাঙ্গায় ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় সংঘর্ষ, ভাঙচুর আহত ১১

আলমডাঙ্গা নাগদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের (নৌকা) ও স্বতন্ত্র বিদ্রোহী (চশমা)’র প্রার্থীর কর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

গত শনিবার (১১ মার্চ) রাত ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত ইউনিয়নের জহুরুলনগর, বলিয়ারপুর নাগদহ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

এ সময় আওয়ামী লীগের ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীর (স্বতন্ত্র) নির্বাচনী অফিস এবং কর্মীদের চারটি মোটরসাইকেল ও বাড়ি-ঘর ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে স্কুলছাত্রীসহ বিদ্রোহী প্রার্থীর (স্বতন্ত্র) তিনজন এবং নৌকা প্রার্থীর আটজন আহত হয়েছেন। তাদেরকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
নৌকা প্রতীকের আহত আট কর্মী হলেন- বাবলুর রহমান (৫০), কেসমত আলী (৪০), আকরামুল হোসেন (৩৫), খবির উদ্দিন (৫৫), আনিছুর রহমান (৪৫), দবির আলী (৪০), মিয়া জান (৩৫) ও আব্দুস সেলিম (৪৬)। এর মধ্যে খবির উদ্দিনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেছেন।

স্বতন্ত্র প্রার্থীর আহত কর্মীরা হলেন- ইসরাইল হোসেন বুদো (৪০), তার ছেলে মামুনুর রশিদ (২৪) ও মেয়ে নবম শ্রেণির ছাত্রী আয়েশা খাতুন (২৫)। এর মধ্যে ইসরাইল হোসেন বুদো স্বতন্ত্র প্রার্থীর বাড়িতে ভাঙচুর চালায় নৌকা প্রার্থীর কর্মীরা। এ সময় তার দুই ছেলে ও মেয়েকে বেধড়ক পিটিয়ে জখমের অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে এ ঘটনায় পুরো এলাকা জুড়ে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম।

নৌকা প্রতীকের প্রার্থী মতিয়ার রহমান হায়াত আলি বলেন, জহুরুলনগর গ্রামে আমার কর্মীরা নির্বাচনী প্রচারণার কাজ করছিলেন। এ সময় স্বতন্ত্র প্রার্থী উপস্থিত থেকে তার কর্মীদের দিয়ে আমার কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এতে আমার কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন। এছাড়া আমরা কোনো নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর করিনি। তারা নিজেরা নিজেদের অফিস ভাঙচুর করে আমার কর্মীদের ওপর দোষ চাপাচ্ছে। এ ঘটনায় আমি থানায় অভিযোগ করব।

আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী (স্বতন্ত্র) চশমা প্রতীকের এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল বলেন, রাতে জহুরুলনগর আমার নির্বাচনী অফিসের কাছাকাছি ছিলাম। এ সময় নৌকা প্রার্থীর ২০/৩০ জন কর্মী মোটরসাইকেলযোগে এসে আমার নির্বাচনী অফিস ও চারটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করে। বলিয়ারপুর গ্রামে এক কর্মীর বাড়ি ভাঙচুর করে ও তার দুই ছেলে-মেয়েকে পিটিয়ে জখম করে। এছাড়া তারা নিজেরা নৌকার অফিস ভাঙচুর করে আমাদের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আব্দুল কাদের বলেন, ১১ জনের সবার শরীরের বিভিন্নস্থানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। আহতদের মধ্যে দবির আলীর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে ধারণা করছি। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। এছাড়া বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, চশমা ও নৌকা প্রার্থীর কর্মীদের মধ্যে মারামারি ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বিদ্রোহী প্রার্থীর অফিস ও তার কর্মীদেরও কয়েকটা মোটরসাইকেল ভাঙচুর করেছে। এতে উভয়পক্ষের মোট ৪ জন আহত হয়েছেন বলে জেনেছি। এখনো কোনো পক্ষ অভিযোগ করেনি। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

আলমডাঙ্গায় কৃষকলীগের কৃষক

সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামীলীগের সভাপতি কৃষকরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা এম.পি -এর নির্দেশনায় কৃষকবান্ধব সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের চিত্র গ্রামীণ জনপদে তুলে ধরতে আলমডাঙ্গা উপজেলায় কৃষক সমাবেশ-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেল ৫ টায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চে এ কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা মহাবুব উল আলম।

তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন- বাংলাদেশ এখন কৃষি সম্মৃদ্ধি দেশের তালিকায় অন্যতম। জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে কৃষকলীগ সাধারণ মানুষের দৌঁড় গোড়ায় পৌছে গেছে। দেশ উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষকলীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু, কুঠির শিল্প বিষয়ক সম্পাদক শাহিনুর রহমান, কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ আশরাফুল ইসলাম স্বপন, বেসরকারি সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক এ্যাডভোকেট মিরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোমিন মন্ডল, চুয়াডাঙ্গা সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক ও জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কবির, মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, জেলা সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান মাজু।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক বজলুল করিম, সহ-সভাপতি হারুন অর রশিদ, আমিরুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, সাংগঠনিক সম্পাদক আজিবর রহমান, পৌর কৃষকলীগের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা সৌমেন্দ্রনাথ সাহা, আশাদুল আলম মন্টু প্রমূখ।

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউপি নির্বাচনের স্বতন্ত্র প্রার্থী বিপুল জোয়ার্দ্দারের সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নৌকা প্রার্থীর সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বিদ্রোহী (স্বতন্ত্র) চেয়ারম্যান প্রার্থী এজাজ ইমতিয়াজ জোয়ার্দ্দার বিপুল।

রবিবার বিকেলে নাগদাহ গ্রামস্থ তার নিজস্ব বাসভবনের সামনে এক জনাকীর্ণ পরিবেশে তিনি সংবাদ সম্মেলন করেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল উল্লেখ করেছেন যে, আসন্ন ১১ নং নাগদাহ ইউপি নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী। তার নির্বাচনী প্রতীক চশমা। নির্বাচনে তার ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নৌকার প্রার্থী হায়াত আলী ও তার সমর্থকেরা বিভিন্ন হুমকি-ধামকিসহ তার (স্বতন্ত্র প্রার্থী) নির্বাচনী অফিস ভাংচুর করছে।

গত ১১ মার্চ শনিবার রাত আনুমানিক ৯টার সময় নৌকার সমর্থকেরা দা, লোহার রড ও বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ইউনিয়নের জহুরুলনগর গ্রামে তার নির্বাচনী অফিসে হামলা চালায়। এ সময় জহুরুলনগর গ্রামের রিন্টু, সহিদুল ও মোবারেক নামের তার তিন সমর্থককে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে জখম করে এবং নির্বাচনী অফিস ভাংচুর করে। এছাড়াও আরেক সমর্থক বুদোইকেও মারধর করে জখম করে।

তিনি বলেন, জহুরুলনগরে সংঘটিত ঘটনার পর ওই রাতে নৌকার সমর্থকেরা আরো সংগঠিত হয়ে ইউনিয়নে তার (স্বতন্ত্র) বিভিন্ন নির্বাচনী অফিসে হামলা চালায়। এ ঘটনার পর নৌকা প্রার্থীর সমর্থকদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জহুরুলনগর গ্রামের তার (স্বতন্ত্র প্রার্থী) সমর্থকেরা বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না। তারা বাড়িতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় নাগদাহ ইউপি নির্বাচন আদোও সুষ্ঠু হবে কিনা তা নিয়ে তিনি আশংকা প্রকাশ করেছেন।
সংবাদ সম্মেলনে এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল

প্রশাসনিক কর্মকর্তার সুদৃষ্টি এবং এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান প্রার্থী এজাজ ইমতিয়াজ বিপুলের পিতা বর্ষিয়ান আওয়ামীলীগের নেতা নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার সোনা মিয়া, খাজাউদ্দিন, মানিক মিয়া, গোলাম মোস্তফা, বুলবুল জোয়ার্দ্দার, বাক্কা জোয়ার্দ্দার, পিন্টু মন্ডল, মজিবর রহমান, আবু বকর সিদ্দিক ও সুরুজ হোসেনসহ গ্রামবাসি।

ইসলামপুরে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রওশন আলী টোকনের নির্বাচনী পথসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রওশন আলী টোকনের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার রাতে আমদহ ইউনিয়নের ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে পথ সভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রওশন আলী টোকন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী,উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বারাদি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম মোমিন,ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কাজী শহিদুল হক, জিনারুল ইসলাম, একরামুল হক, আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আতিয়ার রহমান হিরা, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক সহ

সম্পাদক তানভীর আহমেদ সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে এম এ এস ইমনের গণসংযোগ

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য এম এ এস ইমন বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগ ও সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্বলিত বুকলেট বিতরণ করেছেন।

গতকাল শনিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে তিনি নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে এ গণসংযোগ করেন।

গনসংযোগকালে এম এ ইস ইমন বলেন, আমরা আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন সম্বলিত বুকলেট বিতরণ করছি। বুকলেটটি দেখে সাধারণ মানুষ যাতে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন দেখে ভোট দিয়ে আবারও শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা মানে উন্নয়ন, সেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নেই। আওয়ামী লীগ সরকার যেন আবার ক্ষমতায় আসতে পারে এ লক্ষ্যে আমরা আবার মাঠে নেমেছি। এর আগে যেমন করে আমরা প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়েছি, আওয়ামী লীগের উন্নয়নের কথা বলেছি, শেখ হাসিনার উন্নয়নের কথা বলেছি, আমরা একইভাবে আবার মানুষের কাছে যাচ্ছি, আওয়ামী লীগের উন্নয়নের কথা বলছি।

গণসংযোগকালে মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বেলাল হোসেন, ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরিদ আহমেদ, জেলা যুবলীগের সদস্য সাজ্জাদ হোসেন, জেলা স্বেচ্ছা সেবক লীগ সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন, শরিফ রেজা পান্না, রবিউল ইসলাম, যুবলীগ নেতা ফারুক হোসেন, আতিক রহমান স্বপন, সানা উল্লাহ, ছাত্রনেতা ইব্রাহিম আলীসহ দলীয় নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রওশন আলী টোকনের নির্বাচনী পথসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রওশন আলী টোকনের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার রাতে আমদহ ইউনিয়নের চকশ্যামনগর (নতুন গ্রামে) এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কাজী সহিদুল ইসলাম সঞ্চালনায় আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে পথ সভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রওশন আলী টোকন, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মোঃ আব্দুস সালাম, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম বাবলু বিশ্বাস, জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর আইনজীবী সমিতির সেক্রেটারি খ ম ইমতিয়াজ হারুন জুয়েল, এডভোকেট খন্দকার আব্দুল মতিন, আব্দুল মান্নান, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আব্দুল্লাহ আল মামুন রাসেল, জিনারুল ইসলাম, একরামুল হক হীরা, আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আতিয়ার রহমান হিরা।

এ সময় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন লিখন আলী।

এগিয়ে আ.লীগ প্রার্থী টোকন, নানা সমিকরণে পিছিয়ে আনারুল

দীর্ঘ এক যুগ পর আগামী ১৬ মার্চ মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের নির্বাচন। নির্বাচনকে ঘিরে সাধারণ ভোটারদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। চায়ের দোকানে, গ্রামের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে এখন শুধুই নির্বাচনী আলাপ-আলোচনা। আগামী ১৬ ই মার্চ অনুষ্ঠিত হবে এই নির্বাচন ভোটারদের মন জয় করতে প্রার্থী ও তাদের কর্মী সমর্থকরা ছুটছে দিনরাত। কাক ডাকা ভোর থেকে শুরু করে মধ্যরাত অবধি চলছে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা দীর্ঘদিন পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাওয়ায় সাধারণ ভোটারদের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচনে হার-জিত রয়েছে, ভোটারদের দাবি নির্বাচনে যেই বিজয়ী হোক না কেন তারা যেন নিরপেক্ষ ভাবে ভোট প্রদান করতে পারে। একইসঙ্গে পাঁচ বছর পর পর যেতে ভোট দিতে পারে সে দাবিও তারা তুলেছে।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী হয়েছেন আমদহ গ্রাম আওয়ামী লীগের সভাপতি রওশন আলী টোকন। অপরদিকে বিদ্রোহী হয়ে লড়াইয়ে নেমেছেন বর্তমান চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আনারুল ইসলাম (আনারস)। এছাড়া জাতীয় পার্টি থেকে নজরুল ইসলাম লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বিদ্রোহী প্রার্থী আনারুল ইসলামকে নিয়ে বিপাকে রয়েছেন তার ছেলে বারিকুল ইসলাম লিজন। তিনি জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব। ইতোমধ্যে পিতার জন্য গণসংযোগসহ নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে গিয়ে দলীয় রোষানলে পড়েছেন। তার বিরুদ্ধে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ থেকে স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রী কমিটির কাছে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আনারুল ইসলাম সীমানা জটিলতার মামলা করে ১২ বছর ধরে নির্বাচন বন্ধ করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। পরবর্তিতে মামলাটি উচ্চ আদালত খারিজ করে দিলে নির্বাচন কমিশনা তফসিল ঘোষণা করেন।

নির্বাচনে আওয়ামী কয়েকটি কারণে আওয়ামী লীগ প্রার্থী এগিয়ে রয়েছেন , অপরদিকে এখনো পিছিয়ে রয়েছেন বর্তমান চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম। আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থীর পক্ষে জেলা আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতারা নির্বাচনী প্রচারণায় মাঠে নেমেছেন। অপরদিকে, বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ায় নিজ ছেলেকেও সেভাবে মাঠে পাচ্ছেন না

আনারুল ইসলাম।

গত মঙ্গলবার বিকালে আমদহ ইউনিয়নের আমদহ, আশরাফপুর, কশ্যামনগর, বামনপাড়া, খন্দকার পাড়াসহ বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে সবখানে শুধু ভোটের আলাপ। চা দোকানী চা তৈরি করতে করতে ভোটের আলাপ করছেন, তেমনি ক্রেতারাও চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন আর কে কত ভোট পেতে পারেন তোর সুক্ষ বিশ্লেষণ করছেন। এভাবেই চলছে আমদহ ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের ভোটারদের চুলচেরা বিশ্লেষণ। আমদা ইউনিয়নের আমদাহ গ্রামের বেশ কিছু চায় চায়ের দোকানে এবং সাধারণ ভোটারদের সাথে কথা বলে জানা গেছে এবার তারা নিজ গ্রামের প্রার্থী রওশন আলী টোকনকে চেয়ারম্যান হিসেবে দেখতে চান। তারা বলেন, টোকনের বাবা, দাদা, ভাই সকলেই আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন। তারা পারিবারিকভাবে অনেক ভালো মানুষ।

অপরদিকে বর্তমান চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম দীর্ঘদিন ক্ষমতা কক্ষীগত রেখে ভোট বন্ধ করে জনগণের ভোটের অধিকার হরণ করে রেখেছিলেন। যে কারণে আমদহ গ্রামের কোন ভোটাররা নতুন মানুষ হিসেবে টোকনে চান।

অপরদিকে, আনারুল ইসলামের নিজ গ্রাম আশরাফপুর দুটি ওয়ার্ডে বিভক্ত। একটি ছয় নম্বর ওয়ার্ড, অপরটি সাত নম্বর। আশরাফপুর গ্রামের বেশ কিছু চা দোকানী ও ভাটারদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, কয়েকটি কারণে আনারুল চেয়ারম্যান এর অবস্থান ভালো নয়। সম্প্রতি বৈঠকের নামে এলাকার মহিলাদের পুলিশ দিয়ে এরেস্ট করিয়ে হয়রানি করেছেন, যার মধ্যে অনেকে সাধারণ মহিলা ছিলেন বলে তাদের দাবী। যার প্রভাব পড়েছে এই নির্বাচনে। ভৈরব নদীর মাটি কাটা নিয়ে বিরূপ প্রভাব পড়েছে, দীর্ঘদিন চেয়ারম্যান হিসেবে ক্ষমতায় থাকায় এলাকার মানুষও ঠিকমতো তাকে পায়নি বলে অভিযোগ করেছেন । নানা কারণে গ্রামের মানুষ হয়েও চাচ্ছেন নতুন মানুষ আসুক এলাকার উন্নয়নে কাজ করুক।

সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও ও আমদা ইউনিয়নের রিটার্নিং কর্মকর্তা দোলন কান্তি চক্রবর্তী জানান, ইলেকট্রিক ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) ইউনিয়নের দশটি সেন্টারে ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোটগ্রহণের জন্য সকল প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত দু একটি অভিযোগ ছাড়া শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচনী প্রচারণা চলছে। তবে লিখিত অভিযোগ পেলে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।